গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
www.nangalkot.comilla.gov.bd

স্মারক নং ৩১.৪২.১৯৮৭.০০০.৯৯.০০১.২৫- ২৬

তারিখ ঃ ২০ পৌষ ১৪৩২ / ০৪ জানুয়ারি ২০২৬

সরকারি জলমহাল ইজারার আবেদনপত্র আহবান বিজ্ঞপ্তি ঃ

এতদ্বারা নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখা এর ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের ৩১.৪৩.৩৮০০.০২০.১৩.০১৩.১৯(অংশ-২)-১৪৩৪ নং স্মারকপত্র এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখা এর ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০০০.০৫০.০৬৮.০০২৩.২৫.৭০৪ নং প্রজ্ঞাপনের আলোকে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থপনা নীতি ২০০৯ অনুযায়ী কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার সরকারি জলমহাল (২০ একর পর্যন্ত) ১৪৩৩-১৪৩৫ বাংলা সন পর্যন্ত ০৩ বছর মেয়াদে অস্থায়ীভাবে শর্তসাপেক্ষে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে। www.jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আগামী ১৫ জানুয়ারি হতে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ (০১ মাঘ ১৪৩২ হতে ১৫ মাঘ ১৪৩২) এর মধ্যে জলমহাল ইজারার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনার আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ এবং জমাদানের সময়সূচি:

ক্রমিক নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১.	২১ পৌষের মধ্যে (০৫ জানুয়ারির মধ্যে)	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ আবেদনে জলমহাল ইজারার আবেদন আহবান।
২.	০১ মাঘ থেকে ১৫ মাঘের মধ্যে (১৫ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে)	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।
৩.	১৮ মাঘ থেকে ২০ মাঘের মধ্যে (০১ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে)	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।
৪.	২২ মাঘ থেকে ২৮ মাঘের মধ্যে (০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে)	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই।
৫.	২৯ মাঘ থেকে ০৫ ফাল্গুনের মধ্যে (১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে)	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
৬.	০৬ ফাল্গুন থেকে ২৬ ফাল্গুনের মধ্যে (১৯ ফেব্রুয়ারির থেকে ১১ মার্চ)	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন।
৭.	২৭ ফাল্গুন থেকে ০২ চৈত্রের মধ্যে (১৭ মার্চ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
৮.	০৩ চৈত্র থেকে ১৫ চৈত্রের মধ্যে (১৭ মার্চ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে)	ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন।
৯.	১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল)	ইজারাগ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

১৪৩২ বাংলা হতে ১৪৩৪ বাংলা সন পর্যন্ত ইজারাযোগ্য সরকারি জলমহালের সম্ভাব্য বার্ষিক ইজারা মূল্যসহ তালিকা নিম্নরূপ

ক্রমনং	ইউনিয়নের নাম	জলমহালের নাম	মৌজার নাম	দাগ নং (বি এস)	পরিমাণ (একর)	বিগত ৩ বৎসরের গড় ইজারা মূল্য	৫% বৃদ্ধিতে বাৎসরিক সম্ভাব্য ইজারা মূল্য	সিডিউল মূল্য
১.	মোকরা	গোমকোট-১	গোমকোট	২৩০৯	০.৪৮	৩০০০০/-	৩১৫০০/-	৫০০/-
২.	ঢালুয়া	চিয়ড়া পুকুর	চিয়ড়া	১৩৩৩	০.৬৩	১৫০০/-	১৫৭৫/-	৫০০/-
৩.	ঢালুয়া	চরজামুরাইল-১	চরজামুরাইল	৫৬৬	১.৬৬	৪২০০/-	৪৪১০/-	৫০০/-
৪.	ঢালুয়া	চরজামুরাইল-২	চরজামুরাইল	৯০০	০.৯৫	৪০০০/-	৪২০০/-	৫০০/-
৫.	ঢালুয়া	দূর্বাপুকুরিয়া	দূর্বাপুকুরিয়া	২৪	০.৫১	২৫২০/-	২৬৪৬/-	৫০০/-

চলমান পাতা ০২

৬.	ঢালুয়া	মন্নারা পুকুর	মন্নারা	৩২১৪	০.৪৭	১৫৭৫/-	১৬৫৪/-	৫০০/-
৭.	ঢালুয়া	উরকুটি-১ পুকুর	উরকুটি	৯২ ৯৩	০.২২ ০.৪৫	১৮৯০/-	১৯৮৫/-	৫০০/-
৮.	সাতবাড়িয়া	সাতবাড়িয়া-১	দঃ সাতবাড়িয়া	১৩৬১	১.০৩	১০০০০/-	১০৫০০/-	৫০০/-
৯.	দৌলখাঁড়	সোন্দাইল-১	সোন্দাইল	৬৩৭	০.৫০	২২০৫/-	২৩১৬/-	৫০০/-
১০.	দৌলখাঁড়	সোন্দাইল-২	সোন্দইল	৫৯৭	০.৫৮	২৬৬২/-	২৭৯৬/-	৫০০/-
১১.	দৌলখাঁড়	সোন্দাইল-৩	সোন্দইল	৫৮৭	০.৪৪	২০৮৫/-	২১৯০/-	৫০০/-
১২.	বটতলী	নারায়ণ ভাতুয়া	নারায়ণ ভাতুয়া	৮৭৮	১.৭২	১৫০০০/-	১৫৭৫০/-	৫০০/-
১৩.	পেরিয়া	উঃ শাকতলী-৩	উঃ শাকতলী	১০৫২	০.৪৮	৭৫০০/-	৭৮৭৫/-	৫০০/-
১৪.	পেরিয়া	ছেহরিয়া	ছেওরিয়া	৬৮২	০.২১	৩০০০/-	৩১৫০/-	৫০০/-
১৫.	পেরিয়া	উত্তর শাকতলী দিঘী	উত্তর শাকতলী	৩২৭৪	৭.৪৯	৩৬৭০০/-	৩৮৫৩৫/-	৫০০/-
১৬.	পেরিয়া	পূর্ব চান্দপুর-১	পূর্ব চান্দপুর	৫৫৩	০.৯৫	২৫০০০/-	২৬২৫০/-	৫০০/-
১৭.	পেরিয়া	পূর্ব চান্দপুর-২	পূর্ব চান্দপুর	৫৮২	০.৪৬	১০০০০/-	১০৫০০/-	৫০০/-
১৮.	রায়কোট দঃ	বেতাগাঁও মঘুয়া পুকুর	বেতাগাঁও	৯৯৫	১.৭৪	৩৭৫০০/-	৩৯৩৭৫/-	৫০০/-
১৯.	জোড্ডা পশ্চিম	বাজার গোহারুয়া পুকুর-২	গোহারুয়া	৩২৩	০.৫৭	১৫০০/-	১৫৭৫/-	৫০০/-
২০.	জোড্ডা পশ্চিম	মান্দ্রা-২ পুকুর	মান্দ্রা	৭৭৯	০.৪১	১২০০/-	১২৬০/-	৫০০/-
২১.	রায়কোট দঃ	বেতাগাঁও পশ্চিমপাড়া	বেতাগাঁও	১৬৮	১.৩০	১১০০০/-	১১৫৫০/-	৫০০/-
২২.	রায়কোট দঃ	বেতাগাঁও উত্তরপাড়া	বেতাগাঁও	২১৭	১.১৫	৭০০০/-	৭৩৫০/-	৫০০/-
২৩.	ঢালুয়া	উরকুটি-২	উরকুটি	৫০৩	১.৩২	৩৪৬৫/-	৩৬৩৯/-	৫০০/-

অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ঃ

ক) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী বদ্ধ জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি উক্ত নীতিতে বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদিসহ নির্ধারিত সময়ের সধ্যে অনলাইনে ইজারার জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

খ) অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা **jm.lams.gov.bd** লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

গ) অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমা পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টিং কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূলকপি সীলগালা মুখ বন্ধ খামে উপজেলায় দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে 'জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির আবেদন' কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী ঃ

১. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সে সমিতি বা সমিতিসমূহ বা তীরবর্তী জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবে। উক্ত সমিতিতে যদি প্রকৃত মৎস্যজীবী না থাকে উক্ত সমিতি আবেদন যোগ্য হবে না এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষ্যে বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবি সমিতি/সংগঠন বর্তমান কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ উপজেলা সমবায় অফিসার/সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে এবং বিগত ০২ বছরের রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত সমিতি/সংগঠনের ক্ষেত্রে এ রিপোর্ট প্রযোজ্য হবে না।

চলমান পাতা ০৩

২. আবেদন পত্রের সাথে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট জলমহালের আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) অর্থ জামানত হিসেবে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা বরাবর দাখিল করতে হবে। উক্ত অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

৩. আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি ব্যাংক একাউন্টের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। অবশ্যই চাহিত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপ রেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

৪. ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারাকৃত জলমহালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের ইজারা মূল্য পরবর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে পুনরায় মহালটি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস পেলে কিংবা ইজারা সম্ভব না হলে তার দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

৫. মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনের পক্ষে একমাত্র সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে আবেদন দাখিল করতে হবে। অন্য কোন সদস্যের স্বাক্ষরে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে না।

৬. জলমহালসমূহ যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা দেয়া হবে। আবেদনকারীকে আবেদন পত্র দাখিলের পূর্বেই সরেজমিনে পরিদর্শন করে জলমহালের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

৭. লীজ গ্রহীতা কোন ক্রমে লীজকৃত জলমহাল অন্য কারো নিকট সাব লীজ/হস্তান্তর করতে পারবে না। এ শর্ত বরখেলাপ করলে লীজ বাতিলসহ জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পরবর্তী বছর ইজারা গ্রহণের কোন আবেদন করতে পারবে না

৮. প্রথম বছর ইজারা মূল্য পরিশোধের সাথে সাথে ইজারা গ্রহীতাকে ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নিজ দায়িত্বে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দখল গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাবার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

৯. ইজারা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা ও সময় সময় জারীকৃত সরকারি বিধানসমূহ ইজারা গ্রহীতাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং নীতিমালা মোতাবেক ইজারা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হবে।

১০. যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অধিকন্তু কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার আলোকে জলমহালের তফসিল হ্রাস/বৃদ্ধি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১১. ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৮-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯-১৫ নং স্মারকের নির্দেশনার আলোকে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর ১৫ অনুচ্ছেদ এর ৪(খ)-এ উল্লেখিত (ক) এর অধীন কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পুকুর বা দীঘির চারপাশের নিকটবর্তী অবস্থানে বসবাসরত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত সমিতির অনুকূলে (যাহা সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমাজসেবা অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হবে। উক্ত সমিতি হলো (ক) বেকার যুবক (খ) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা সন্তান (গ) যুব মহিলা (ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা (ঙ) আনসার ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ (চ) দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তি। তবে কোন পরিবার হতে একাধিক ব্যক্তি এ সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

১২. কোন জলমহালের কোন দাগের কিংবা মহালের উপর বিজ্ঞ আদালতের স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞা আদেশ থাকলে তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা না হলেও তা ইজারার বহির্ভূত থাকবে। বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৩. কোন জলমহাল ইজারা প্রদান হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে স্বত্ব মামলার উদ্ভব হলে/কোন বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না এবং কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৪. ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ইজারা গ্রহণ করে সেচ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন করে অথবা বিষ প্রয়োগ করে মাছ আহরণ/শিকার করতে পারবে না, করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫. ইজারা গ্রহীতাকে প্রত্যেক বছরের ইজারা মূল্যের সাথে ইজারা মূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট এবং ১০% আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১৬. কোন মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনকে দুটির অধিক জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা প্রদান করা যাবে না।

১৭. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করলে ঐ বছরের ১লা বৈশাখ হতে ইজারা হিসেবে গণ্য হবে।

১৮. সরকার কর্তৃক সময় সময়ে জারীকৃত আদেশ নির্দেশসমূহ মেনে চলতে হবে। যেসকল জলমহাল ইজারা দেয়া হবে, সেখানে মৎস চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

চলমান পাতা ০৪

১৯. ইজারা বাতিল কিংবা গ্রহণ অথবা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষণ করেন।

২০. উক্ত শর্তসমূহ আবেদনপত্র/দরপত্র/বিজ্ঞপ্তির সকল প্রকার বিধির পরিপূরক।

২১. সরকারি প্রয়োজনে জলমহালগুলো (বদ্ধ) খনন, সংস্কার বা পুনঃখনন করার সময় ইজারা গ্রহীতাকর্তৃক কোন প্রকার আপত্তি করা যাবে না।

04.01.2026

লিজা আক্তার বিথী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
নাঙ্গলকোট,কুমিল্লা

স্মারক নং ৩১.৪২.১৯৮৭.০০০.৯৯.০০১.২৫- ২৮(১৬)

তারিখ ঃ ২০ পৌষ ১৪৩২ / ০৪ জানুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা

০৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুমিল্লা

০৪। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা ও উপদেষ্টা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০৫। উপজেলা . . . .কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা

০৬। জনাব, ... ,সদস্য,উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা

০৭। চেয়ারম্যান,. . . . .ইউনিয়ন পরিষদ,নাঙ্গলকোট,কুমিল্লা। (বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধসহ)

০৮। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা,. . . . .ইউনিয়ন ভূমি অফিস (সকল),নাঙ্গলকোট,কুমিল্লা (বহুল প্রচারের জন্য বলা হল)

০৯। জনাব,. . . . . সভাপতি/সম্পাদক, মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি,নাঙ্গলকোট,কুমিল্লা

১০। সম্পাদক/সভাপতি. . . . .পত্রিকা, আগামী . . .. .খ্রিঃ তারিখ একদিনের জন্য দৈনিক/সপ্তাহিক . . . . পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রকাশিত পত্রিকার ০৫ কপি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো

১১। সভাপতি/ সম্পাদক,. . . . . .সমিতি, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা

১২। নোটিশ বোর্ড

১৩। অফিস কপি

04/01/2026

মিল্টন চাকমা
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
নাঙ্গলকোট,কুমিল্লা